আদমবিহীন আদমখানা

কর্ণফুলী রিপোর্ট

গত কয়েক বছর ধরে নিরলসভাবে কাজ করে প্রথমবারের মত অষ্ট্রেলিয়ার একটি বাংলাদেশী সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রমান করলেন দুরভিসন্ধি ও হঠকারিতা ছাড়া কিভাবে প্রবাসে সুন্দর অনুষ্ঠান করা যায়। সিডনী নাট্যম নামে উক্ত সংগঠনটি ২০০৪ সনে জন্ম নিলেও এত অল্প সময়ে অত্যন্ত সফলতার সাথে বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠান সিডনীবাসী বাঙ্গালীদের উপহার দিয়েছেন। গোড়ার দিকে এর কার্যক্রম পরিধি সিমীত থাকলেও ধীরে ধীরে এর ডানা সম্প্রসারিত হয়েছে ঈর্ষনীয়ভাবে। সিডনীস্থ অন্যান্য বাংলাদেশী সংগঠনগুলো পরবাসে সিডনী নাট্যমের সাংস্কৃতিক নিবেদন থেকে উদাহরণ নিলে অষ্ট্রেলীয়বাসী বাংলাদেশী তথা সমগ্র বাঙ্গালীর যথেষ্ঠ উপকৃত হবেন বলে অনেকে মন্তব্য করেছেন।

কর্ণফুলী দপ্তরে উপস্থিত জামিল হাসান সুজন, রুহুল আহমেদ সওদাগর ও বেল্লাল হোসেন ঢালী

২০০৫ সনে সিডনী নাট্যম লোকাল ও বাংলাদেশী নাট্যশিল্পীদের সমন্বয়ে 'সিটিজেন' নামক একটি রম্য নাটক মঞ্চস্থ করে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিলেন। সিডনীবাসী নাট্যকার বেলাল হোসেন ঢালী'র লেখা 'সিটিজেন' নাটকটি পরবর্তিতে বিশ্বের কয়েকটি দেশে বাংলাদেশীদের মাঝে পরিবেশন করা হয়। জনপ্রিয় টি.ভি অভিনেতা আজিজুল হাকিম, তুষার ও দীপা খন্দোকার সহ একঝাঁক বাংলাদেশী তারকা এসেছিল তখন সিডনী নাট্যমের আমন্ত্রণে। হলভর্তি বিপুল দর্শক হলেও টিকেটের মুল্য স্বল্পতা ও শিল্পীদের বাড়তি যত্ন নিতে গিয়ে তখন সিডনী নাট্যমের প্রায় নয় হাজার ডলার লোকসান হয়েছিল। তবুও প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সিডনী নাট্যম 'বাংলাদেশ ডিজাসটার কমিটি'কে নগদ পাঁচ শত ডলার দান করে তাদের মহত্ব প্রমান করেছিলেন। 'গাঁটের পয়সা খরচা করে জনসেবা' এমনটি অতিতে আর কোন সংগঠন সিডনীতে করেনি। সাংস্কৃতিক গোষ্ঠির সাথে গোপনে 'আদম গোষ্ঠি' এনে দেদারসে পয়সা কামিয়ে নিচ্ছে সিডনীবাসী তথাকথিত অনেক বাংলাদেশী কমিউনিটি নেতারা। সিডনী নাট্যম এক্ষেত্রে নির্ভেজাল ও একটি ব্যাতিক্রমধর্মি সংগঠন। অষ্ট্রেলিয়াস্থ বাংলাদেশী সাংস্কৃতিক আঙ্গিনায় সততার প্রদীপ হয়ে তারা প্রবাসী সমাজকে আলোকিত করতে চায়, জানালেন সংগঠনের সভাপতি ও চট্টগ্রামের একটি বনেদী পরিবারের সন্তান রুহুল আহমেদ সওদাগর। আগামী ২০ মে রবিবার বিখ্যাত সিডনী

টাউন হলে সিডনী নাট্যমের সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, উক্ত বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্যে সংগঠনের সভাপতি রহুল আহমেদ সওদাগর, কালচারাল কো-অর্ডিনেটর জনাব আবদুল ওহাব বকুল ও প্রখ্যাত তরুন নাট্যকার বেল্লাল হোসেন ঢালীকে একটি প্রেস কনফারেন্সে কর্ণফুলী দপ্তরে আমন্ত্রন জানানো হয়েছিল। কর্ণফুলীর প্রধান সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক জামিল হাসান সুজন উক্ত কনফারেন্স পরিচালনা করেন। ঘন্টাখানেকের এ কথপোকথনে তাদের আসন্ন অনুষ্ঠান সম্পর্কে অনেক কথা জানা যায়। সংক্ষিপ্ত আকারে আমরা কথপোকথনের অংশবিশেষ আমাদের পাঠকদের জন্যে পরিবেশন করলাম।

কর্ণফুলী: আপনাদের সিডনী নাট্যমের আদর্শ ও উদ্দেশ্য কি?

রুহুল আহমেদ: আমাদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রবাসে বাঙলার ঐতিহ্য ও কৃষ্টিকে সমুন্নত রাখা। চর্চার মাধ্যমে বাংলা সংস্কৃতিকে সম্প্রসারিত করা।

কর্ণফুলী: এবারের সাংস্কৃতিক সন্ধ্যাটি কবে, কোথায় এবং কখন হবে, আমাদের পাঠকদের জন্যে আরেকবার বলবেন কি?

রু: আ: সিডনীর টাউন হলে আমাদের আসন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি হবে। ২০শে মে রবিবার বিকেল ৫টায় আমাদের অনুষ্ঠান শুরু হবে। ঘড়ির কাঁটার মাথায় হাত রেখে প্রতিজ্ঞা করে বলছি, সময়ানুবর্তিতার ব্যাপারে আমরা এবার একটি উদাহরণ সৃষ্টি করতে চাই। যদি হলে ১০ জন দর্শকও থাকে তবুও আমরা বরাবর সন্ধ্যা ৫.০১ এ আমাদের অনুষ্ঠান শুরু করে দেব। কারন আমরা ৫ ঘন্টার জন্যে টাউন হল ভাড়া করেছি। রাত ১০টার মধ্যে আমাদের হল ছেড়ে দিতে হবে।

কর্ণফুলী: অনুষ্ঠানের পরিধি কতটুকু এবং এতে কি, কি থাকবে?

বেল্লাল: ৫ ঘন্টা মেয়াদি অনুষ্ঠানের প্রথমাংশে আমার লিখিত ও পরিচালিত আদমখানা নামের ৪৫ মি: একটি নাটক থাকবে। বাংলাদেশী টিভি তারকা আজিজুল হাকিম, জয় ও রুমানা সহ সিডনীর বেশ কয়েকজন উদিয়মান নাট্যশিল্পী এতে অভিনয় করবেন।

কর্ণফুলী: আপনান নাটকগুলোর নাম যেন কি রকম? আগেরটির নাম 'সিটিজেন' এবং এবারটির নাম 'আদম খানা', কেমন বিদঘুটে শুনতে যেন, তাই না?

বেল্লাল: দর্শকরা নাটকের গল্পের সাথে নামের মাহাত্ম সহজে যেন খুঁজে পায় সে জন্যেই আমি নাটকগুলোর নাম এমন দিয়ে থাকি। আমাদের গরীব দেশের লোক জীবন ও জীবিকার জন্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বেরিয়ে পড়েছে। 'অফশোর' আদম দালালদের খপ্পরে পড়ে সাগরের উত্তাল ঢেউ, মরুভুমির উত্তপ্ত বালু ও হীমশিতল বরফে আচ্ছাদিত পথ মাড়িয়ে বহু মায়ের বহু সন্তান প্রতিবছর জীবন বিসর্জন দিচ্ছে। গন্তব্যে পৌঁছেও যন্ত্রনার সীমা থাকে না, সেখানে গিয়ে আবার 'অনশোর' আদম-দালালদের চক্করে তাদের পড়তে হয়। প্রবাসী বাংলাদেশীদের এ সকল মিষ্টি-মধুর অভিজ্ঞতা নিয়ে যখন আমি নাটক লিখতে বসি তখনি গল্পের সাথে খাপ খাইয়ে এ ধরনের নামগুলো আমার মনে আসে।

কর্ণফুলী: 'আদম খানা' নাটকের ঘটনা কোনদেশের বাংলাদেশীদের নিয়ে লেখা?

বেল্লাল: জাপানে বসবাসরত বাংলাদেশীদের নিয়ে, ওদের জীবনকথা নিয়ে লেখা।

কর্ণফুলী: আপনি কি মনে করেন জাপানের গল্প সিডনীর বাংলাদেশীরা সহজে 'গিলবে'?

বেল্লাল: তা কেন নয়, স্থান যেখানেই হোকনা কেন, চরিত্র ও পাত্রতো এক। জাপান, মালয়শিয়া অথবা মধ্যপ্রাচ্য এমনকি মার্কিনবাসী বাংলাদেশীরাও আমার নাটকে তাদের কষ্টের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাবে। আমি আশাবাদী সিডনী তথা অষ্ট্রেলিয়ার প্রতিটি বাংলাদেশী আমার 'আদমখানা' নাটকটি পছন্দ করবে।

কর্ণফুলী: আপনাদের 'আদমখানা' থেকে নিন্দুকেরা অনেকে 'আদম' এর গন্ধ পাচ্ছে, আসন্ন সাংস্কৃতিক দলে সত্যিকার শিল্পীর বাইরে বাড়তি কোন লোক আসবে কি?

রু: আ: দেখুন, আমাদেরকে অতিতেও নিন্দুকেরা নানাভাবে হেয় প্রতিপন্ন করতে চেয়েছে। আমাদের অর্থনৈতিক সততা নিয়ে অহেতুক তারা প্রশ্ন তুলেছিল, কিন্তু শেষপর্যন্ত ওরা সকলে চুপষে গেছে, এমনকি মিডিয়া থেকেও ওরা গায়েব হয়ে গেছে। আমরা সে সকল নিন্দুকদের উদ্দেশ্যে গতবার সিটিজেন নাটকের বাংলাদেশী শিল্পীরা সিডনী বিমানবন্দরে অবতরনের আগেই বলেছিলাম হাতে স্লেট-পেন্সিল নিয়ে হিসেব লিখে রাখুন কারা আসছে এবং কয়জন প্লেন থেকে নামছে। ঠিক একইভাবে ওদের যাবার

সিডনী নাট্যম কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময় করছেন কর্ণফুলী সহ: সম্পাদক জামিল হাসান

সময় বলেছিলাম গুনে দেখার জন্যে। সিডনী নাট্যম একটি নির্ভেজাল সাংস্কৃতিক সংগঠন, এখানে 'আদম' কারবার বলতে কিছুই ছিলনা ও থাকবেনা। সিডনীতে আমি রুহুল আহমেদ যতদিন আছি আমাকে চোখে আঙুল তুলে কেউ যেন কোনদিন সাংগঠনিক দুরাচার নিয়ে কোন কথা বলতে না পারে, এটাই আমার প্রতিজ্ঞা।

কর্ণফুলী: এবার 'আদমখানা' ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা করতে কয়জন শিল্পী ও সহকারী ঢাকা থেকে ভিসা নিল, অর্থাৎ কারা মুলত সিডনীতে আসছেন?

রু: আ: বাংলাদেশ থেকে সর্বসাকুল্যে ১৩ সদস্যের একটি টিম আমাদের স্পন্সরে এবার আসছে। তারা সকলেই গত সপ্তাহ তাদের ভিসা জোগাড় করে নিয়েছে। আমাদের সততার কারনে এবার আমাদের প্রস্তাবিত প্রতিটি শিল্পী অতিদ্রুত তাদের ভিসা পেয়েছে। আজিজুল হাকিম দম্পতি (২), জয়, রুমানা, মুমতাজ, আসিফ ও তাদের দুজন যন্ত্রি, সৈনিক (ক্যামেরাম্যান) ও আমাদের বাংলাদেশী স্পন্সর সেগুপ্তা গ্রুপের কর্ণধার জনাব মোজাহের উদ্দিন চৌধুরী, তার স্ত্রী ও কন্যা (৩)।

কর্ণফুলী: মোজাহের উদ্দিন চৌধুরী কিভাবে আপনাদের স্পন্সর হলেন, তার অর্থনৈতীক সহযোগিতার মাত্রা কতটুকু?

রু: আ: বাংলাদেশ থেকে শিল্পী সংগ্রহে তিনি আমাদের যথেষ্ঠ সহযোগিতা করেছেন, কয়েকজন শিল্পীর বিমান ভাড়া বহন করে তিনি আমাদের অর্থনৈতিক ভার কিছুটা

লাঘব করবেন। তিনি একজন সজ্জন ব্যক্তি, যতটুকু ধনী তার চেয়ে তিনি অতি বিনয়ি ও উদার।

কর্ণফুলী: আপনাদের অনুষ্ঠানে অবুঝ ও অবাধ্য শিশুদের দেখভাল করার জন্যে কি হলের বাইরে কোন চাইল্ড কেয়ারের ব্যবস্থা করেছেন? পার্কিং এর ব্যাবস্থা কি করেছেন?

রু: আ: চাইল্ড মাইন্ডিং এর জন্যে আমরা একটি ব্যবস্থা ভাবছি, এখনো তা চুড়ান্ত হয়নি, হলে অবশ্যই জানাবো। তবে আমরা প্রতিটি অভিভাবককে অনুরোধ করবো যেন তারা নিজ দ্বায়িত্বে তাদের অবাধ্য ও চঞ্চল শিশুদের নিয়ন্ত্রণ করে অন্যান্য দর্শকদের শান্তিমত অনুষ্ঠান উপভোগ করার সুযোগ দেন। আমাদের নিজস্ব আয়োজনে ২০০ গাড়ি পার্কিং এর ব্যবস্থা করেছি যা টাউন হল অর্থাৎ অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে 'এক ডাক' দুরে কেন্ট স্ট্রিটে। পার্কিং এর জন্যে অতিথিরা আমাদের কাছ থেকে ৮ ডলার দিয়ে 'আগে আসলে আগে পাবেন' ভিত্তিতে তাদের ভাউচার সংগ্রহ করে নেবেন।

কর্ণফুলী: অনুষ্ঠান কিভাবে সাজিয়েছেন? অর্থাৎ কখোন কি হবে?

বেল্লাল: অনুষ্ঠানের প্রথমভাগে আদমখানা নাটক, তারপর কুড়ি মিনিটের বিরতী, তারপর দুজন অতিথির শুভেচ্ছা বক্তব্য (১০ মি:), তারপর মুমতাজ ও আসিফের হৃদয়কাড়া গানের ডালি। ওদের গান চলবে ততক্ষন যতক্ষন আমাদের শ্রোতারা চাইবে। তবে রাত ১০টার মধ্যে আমাদেরকে হল ছাড়তে হবে। রাত ১১টায় গাড়ীর পার্কিং বন্ধ হবে।

কর্ণফুলী: শিল্পীরা কি ট্র্যাকে ভর করে গাইবে? অথবা পেছনে রেকর্ড বাজিয়ে ঠোঁট মেলাবে?

রু: আ: প্রশ্নই আসেনা, অন্যান্য সংগঠনের মত আমরা দুধ দেখিয়ে দর্শক-শ্রোতাদের কখনো ঘোল খাওয়াইনি। আমাদের শিল্পীরা যন্ত্রিদের সাথে 'লাইভ' গাইবেন, এজন্যে আমরা দুজন বাড়তি লোকাল যন্ত্রিও জোগাড় করেছি। শ্রোতাদের অনুরোধের গানও চলবে।

কর্ণফুলী: টিকেটের দাম একটু বেশী নয় কি? বিশেষ করে স্বল্প আয় সম্পন্ন পরিবার ও বাংলাদেশী ছাত্র/ছাত্রীদের জন্যে এটা বেশ ব্যায় সাপেক্ষ নয় কি?

বেল্লাল: মোটেই না, আমরা মনেকরি বিলাসবহুল টাউন হলের 'কম্ফোর্ট' ও আনুষ্ঠানিক সুযোগ সুবিধার সাথে এ মুল্য কোনভাবেই বেশী নয়। ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখার জন্যেই আমরা তাদের জন্যে ৩৫ ডলারের আসন রেখেছি। আশাকরি অনুষ্ঠান দেখলে তারা বুঝবেন কত কমে তারা 'ফাইভ ষ্টার' আনন্দ উপভোগ করেছেন। আর তাছাড়া আমাদের পকেটের দিকটাও তো দর্শকদের বুঝতে হবে। গাঁটের পয়সা খরচা করে বার বার তো 'লক্ষী পুজা' করা যায় না। সংস্কৃতি প্রেমীদের কাছে নির্ধারিত এই টিকেট মুল্য অত্যন্ত সূলভ হবে বলে আমরা মনে করি।

কর্ণফুলী: অসন্ন কুড়ি তারিখের অনুষ্ঠানের সফলতা নিয়ে আপনারা কতটুকু আশাবাদী?

রু: আ: অনুষ্ঠানের সফলতা নিয়ে আমরা একশোভাগ নিশ্চিত ও আশাবাদী। সিডনী নাট্যম গতবারই প্রমান করেছে প্রবাসে 'বিগ বাজেট' ও 'ম্যাগা অনুষ্ঠান' কিভাবে করতে হয়। দর্শক-শ্রোতাদের আস্থা আমরা ইতিমধ্যে অর্জন করেছি। আর তাই ২০০০ আসন বিশিষ্ঠ অনুষ্ঠানের প্রায় ৬০ ভাগ টিকেট এরি মধ্যে বিক্রি হয়ে গেছে। অনুরোধ করবো সকলে শেষ সময়ের জন্যে অপেক্ষা না করে যেন এক্ষুনি তাদের টিকেট কিনে রাখেন। সিডনীর প্রায় প্রতিটি বাংলাদেশী ও ইন্ডিয়ান গ্রোসারীজ দোকানে আমাদের অনুষ্টানের টিকেট পাওয়া যাচ্ছে। দর্শক-শ্রোতারা আশাকরি এবারের অনুষ্ঠান দেখে 'সিডনী নাট্যম'কে শ্রদ্ধার সাথে সর্বদা স্মরন করবেন। ধন্যবাদ।

কর্ণফুলী: আজকের এই প্রেস কনফারেন্সে আসার জন্যে আপনাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ।